বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্রঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-৩৪
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৩৫-৩৭
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৭
৮	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঃ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

..........................বঃ
তারিখঃ
..........................খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	BTB(বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	রপ্তানি ঋণপত্র। বিদেশ হতে প্রাপ্ত Master LC-র বিপরীতে তৈরী পোশাক রপ্তানীর লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানীর জন্য একাধিক নতুন LC খোলা হয়।এসব নতুন LC কে Back To Back LC বলা হয়।
২	BRPD(বিআরপিডি)		Banking Regulation Policy Department	-
৩	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৪	CC (HYPO)	=	Cash Credit (Hypothecation)	ব্যবসার বিপরীতে সম্পত্তি বন্ধকীকরণ দলিল।
৫	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা।
৬	Cost of Fund	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৭	CIB(সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন। গ্রাহকের ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডকুমেন্টস।
৮	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	-
৯	DEFERED LC(ডেফার্ড এলসি)	=	-	বিশেষ ধরণের ঋণপত্র।
১০	EEF(ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
১১	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের কারণে পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১২	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা। অর্থাৎ রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
১৩	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৪	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।
১৫	FC Account(এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	-

১৬	Funded liability	=	-	-
১৭	IDCP(আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	-
১৮	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ। ঋণের বিপরীতে যাদের মূল্যবান জামানত বন্ধক আছে তাদেরকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
১৯	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়। সাধারণত বহু পরীক্ষিত পুরানো গ্রাহকের আবেদন বিবেচনায় LIM (লিম) সৃষ্টি করে তার পক্ষে বন্দরের শুল্কসমূহ পরিশোধ করতে সম্মত হয়।
২০	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	-
২১	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গীকারকৃত সকল দায়।
২২	NI Act 1881(এনআই এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instruments Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণ আদায়ের জন্য অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৩	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়। ঋণপত্র যেহেতু ইস্যুকারী ব্যাংকের অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার,তাই ব্যাংক এই PAD খাত Debit করে বিদেশী ব্যাংকের বিল মূল্য পরিশোধ করে।
২৪	PC (পিসি)	=	Packing Credit	পোশাক রপ্তানি খাতে প্রাক জাহাজীকরণ অর্থায়নে যে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে তা হলো প্যাকিং ক্রেডিট (Packing Credit)।
২৫	PCC (পিসিসি)		Packing Cash Credit	ট্যানারী/চামড়া রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়।
২৬	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানী ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের ৯০% পর্যন্ত এই ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায়।
২৭	STL(এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ। যে ঋণের মেয়াদ সাধারণত ৩ মাস থেকে ৬ মাস তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের হয়।
২৮	SOD(এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
২৯	ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন	=	Forced Loan	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করা হয়।
৩০	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩১	পুনঃতফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।

৩২	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩৩	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৪	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৫	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত অর্থ	পৃষ্ঠা নং
০১	অনুমোদনের শর্ত উপেক্ষা করে শাখা কর্তৃপক্ষ লোকাল এলসির বিপরীতে এলটিআর সুবিধা প্রদান ও লোকাল এলসি(ডেফার্ড) ইস্যু করে পরবর্তীতে ফোর্সড পিএডি দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৪,৮৯,০৬,৫২৫	৭-৮
০২	গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করা হলেও পুনঃতফসিল অনুমোদনের মাধ্যমে গ্রাহককে সুযোগ প্রদান করায় ক্ষতি।	৬৪,৯৮,১৪,৫৪৮	৯-১০
০৩	ব্যর্থ রপ্তানীকারকের অনুকূলে বারবার ঋণসীমা বর্ধিতকরণসহ নবায়ন সুবিধা প্রদান, জাল/ভুয়া এমেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও পিসি সুবিধা প্রদান, স্টক লট ঘাটতি ও অ্যাকমডেশন বিলের বিপরীতে সৃষ্ট ফোর্সড লোন অনাদায় থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৯,২২,০৮,৪৪৫	১১-১২
০৪	অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত ঋণ গ্রহীতাকে বিপুল অংকের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬৬,৫৪,৮৩,১৪১	১৩-১৪
০৫	অতিঃ মূল্যায়নকৃত একই জামানত সম্পত্তি দেখিয়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ, জামানত অপেক্ষা ঋণের দায় কয়েক গুণ বৃদ্ধির ফলে বিরাট অংকের সুদ মওকুফ দিয়েও ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।	১৩৩,৫১,৫২,০০৫	১৫-১৬
০৬	বিধি বহির্ভূতভাবে এলসি সীমাতিরিক্ত সৃষ্ট ফোর্সড লোন বারবার পুনঃতফসিলীকরণ, ঋণসীমা বৃদ্ধি ও নবায়ন, পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হলেও দায়ের সাথে সংগতি রেখে সহায়ক জামানত বৃদ্ধি না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৮,৬৯,০০,০০০	১৭-১৮
০৭	জামানত অপেক্ষা দায়ের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি রেখে সুদ মওকুফ, একাধিকবার সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৮,৮৯,৪৯,০৭৭	১৯-২০
০৮	ভুয়া জমি জামানত হিসাবে গ্রহণ, শাখা হতে জামানতের অতিঃমূল্যায়ন, গ্রাহক কর্তৃক বারবার জালিয়াতি/প্রতারণামূলক কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, সৃষ্টকৃত ফোর্সড পিএডি দায়সহ আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।	৯,৫৮,৮৬,৫০৮	২১-২২
০৯	ভাড়াকৃত প্লেজ গুদামে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মালামাল ঘাটতি, দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় হতে উক্ত ঋণ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ/নির্দেশনা প্রদান না করায় ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত।	১১,৬০,৯৭,০০০	২৩-২৪
১০	সহায়ক জামানত ঘাটতি, সিসি(প্লেজ) হিসাবে ঘাটতির কারণে বকেয়া আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আদায় ঝুঁকিপূর্ণ টাকা অনাদায়।	৮,৬৫,৭৯,০০০	২৫
১১	ব্যাংকের সহযোগিতায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের ওপর আইএলসি(ক্যাশ ডেফার্ড) স্থাপন করে স্বীকৃত বিলের বিপরীতে জামানতবিহীন সৃষ্ট পিএডি দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৩৯,৩৩,২৬৩	২৬-২৭
১২	প্লেজকৃত মালামালের ওপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং গ্রাহক কর্তৃক নবায়নের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্মুখীন।	৬,২৯,২০,০১৪	২৮-২৯
১৩	গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট ফোর্সড লোনের টাকা পরিশোধে ব্যর্থতায় অনাদায়ী।	২,৯৩,৩১,৯৫২	৩০-৩১
১৪	ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানী ব্যর্থতা, ফোর্সড লোনের টাকা সমন্বয় না করা, যথাসময়ে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে ডিমান্ড লোনের মেয়াদোর্ত্তীণ টাকা অনাদায়ে ক্ষতি।	৬,১৯,০৮,৩৯৯	৩২-৩৩
১৫	মেসার্স এশিয়ান সী-ফুডস লিমিটেড এর অনুকূলে মিশ্র ঋণ সীমা বর্ধিত করার পরও ডাউন পেমেন্ট ঘাটতি ৩০১.৭২ লক্ষ টাকাসহ মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী শ্রেণীকৃত বিএল ঋণে পরিণত।	৩৩,৭৪,২৩,৩৮৭	৩৪
	মোট =	৪৭৭,১৪,৯৩,২৬৪	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০১৩ ও তৎপূর্ববর্তী বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালদীঘি কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	সোনালী ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।	২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, গাইবান্ধা।	০৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান :

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুঃ ০১।

শিরোনাম: অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে শাখা কর্তৃপক্ষ লোকাল এলসির বিপরীতে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান ও লোকাল এলসি(ডেফার্ড) ইস্যু করে পরবর্তীতে ফোর্সড পিএডি দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৪৮৯.০৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগ এর আমদানী শাখার আওতাধীন আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্লুয়িষ্টন ট্রেডিং লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ডিভিশন, ইম্পোর্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর ২১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-সোব্যা/প্রকা/আইটিএফডি/আমদানী/১২৫৭ এর মাধ্যমে ১ (এক) বছর মেয়াদে ১৫% মার্জিনে এলসি সীমা ৩০.০০ কোটি (১০.০০ কোটি টাকা ডেফার্ড এলসি সুবিধাসহ) টাকা এবং উক্ত এলসি সীমার মধ্যে ১২০দিন মেয়াদে ১৫.০০ কোটি টাকা এলটিআর সীমা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়, উক্ত সীমা ২৬/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১ (এক) বছর অর্থাৎ ২৮/০৬/১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। উক্ত নবায়নে শর্ত দেয়া হয় যে, শুধুমাত্র ফরেন এলসির বিপরীতে এলটিআর সুবিধা প্রদান করা যাবে। সর্বশেষ পত্র নং-আইটিএফডি/আমদানী/ক্লুয়িষ্টন/৩১৯৭ তারিখঃ ২৬/০৫/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে বকেয়া দায় ০৯ টি সমান কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করে পুনঃতফসিল করা হয়।
- আমদানী শাখার পত্র নং-আইটিএফডি/আমদানী/ক্লুয়িষ্টন/১২০৪ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং না থাকায় শাখা কর্তৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ের ঋণ অনুমোদনের নির্দেশনা অনুসরন না করে ফরেন এলসির বিপরীতে এলটিআর সুবিধা প্রদান না করে লোকাল এলসির বিপরীতে এলটিআর সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে গ্রাহক উক্ত এলসির মাধ্যমে মালামাল আমদানী করেছে নাকি শুধু কাগজ তৈরীর মাধ্যমে এলটিআর সুবিধা গ্রহণ করেছে তা অডিটে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারণ ব্যাংক বিধি অনুযায়ী এলটিআর এর মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল বিক্রী করে উক্ত দায় পরিশোধ করা হয়, যা এক্ষেত্রে করা হয়নি। উক্ত এলটিআর মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও দায় অসমন্বিত রয়েছে।
- অনুরূপভাবে লোকাল এলসি (ডেফার্ড) ইস্যু করে পরবর্তীতে ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানকৃত এলসি মূল্য প্রদান করা হয়। ব্যাংকিং বিধি অনুযায়ী ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদান করার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। প্রধান কার্যালয় থেকেও এ ব্যাপারে কোন মনিটরিং করা হয়নি।
- দায়ের বিপরীতে জামানত হিসাবে ১২/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১২.৫০৩৫ একর জমি এবং ২৮/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৪.১৩ কাঠা জমি ব্যাংকের অনুকূলে মর্গেজ রাখা হয়েছে, যার বাজার মূল্য ৫.৭৭ কোটি এবং ৬.০০ কোটি মোট = ১১.৭৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দায়ের অর্ধেকেরও কম। প্রতিষ্ঠানটিও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। দায়ের বিপরীতে জামানত কম থাকায় উক্ত দায়ের অর্থ আদায় অনিশ্চিত।
- পত্র নং-আইটিএফডি/আমদানী/ক্লুয়িষ্টন/৩১৯৭ তারিখঃ ২৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বমোট দায় ২২১৮.৩১ লক্ষ টাকা ০৯ (নয়) টি সমান মাসিক কিস্তিতে জানুয়ারী/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত সময়ে পিএডি হিসাবে ২.০০ লক্ষ টাকা জমা করা হয় এবং এলটিআর হিসাবে মাত্র ১০০.০০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে।
- ফলে ১৭/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ২৪৮৯.০৬ লক্ষ (মাত্র চব্বিশ কোটি উননব্বই লক্ষ ছয় হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০১" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লোকাল এলসির বিপরীতে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান।
- লোকাল এলসি (ডেফার্ড) ইস্যু করে পরবর্তীতে ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি।
- অপর্যাপ্ত জামানত এবং গ্রাহক পূর্ব হতেই দায় পরিশোধে আগ্রহী না থাকা।
- প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রধান কার্যালয় হতে অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিলের সুযোগ প্রদান।

ফলাফল:

- দায়ের বিপরীতে জামানতের পরিমাণ কম এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় উক্ত দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শর্ত মোতাবেক গ্রাহক কর্তৃক এলটিআর দায় পরিশোধ না করায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আইনগত পদক্ষেপ হিসাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত পদক্ষেপ হিসাবে এন.আই.এ্যাক্টের আওতায় চেকের মামলা নং-১৫০১/১৩ তারিখঃ ০৩/১১/২০১৩ খ্রিঃ, বিশ্বাস ভংগের অভিযোগে ফৌজদারী মামলা নং-১২৯৮/১৩ তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ এবং অর্থ ঋণ আদালত মামলা নং- ০২/১৪ তারিখঃ ০২/০১/২০১৪ খ্রিঃ দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে লোকাল এলসি সুবিধার বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয় নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- মামলার নিবিড় তদারকি প্রয়োজন এবং ফলাফল নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০২।

শিরোনাম: গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করা হলেও পুনঃতফসিল অনুমোদনের মাধ্যমে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৪৯৮.১৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রি: হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর আওতাধীন বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স কুশিয়ারা কম্পোজিট নীট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ০৯/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে ৫০:৫০ ঋণ ইকুইটিতে ১২ (বার) বছর মেয়াদে ৬৩৪.০০ লক্ষ এবং ২২/০৭/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে ৫৮৯ তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় ১ বছর মেয়াদে স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে ৪০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। ৩১/০৫/২০০৪ ও ০১/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৬০:৪০ ঋণ-ইকুইটি অনুপাতে ৭ (সাত) বছর মেয়াদে ৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বিএমআরই ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং মিশ্র চলতি মুলধন ঋণ সীমা ১৮২০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৯২৯ তম সভায় মিশ্র চলতি মূলধন সীমা ১৯১৫.০০ লক্ষ টাকা হতে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে বর্ধিতকরণসহ নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।২০/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৯৬৯ তম সভায় উক্ত সীমা ৩১৯০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করা হয়। ১১/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ১৪৮ তম সভায় ৬০:৪০ ঋণ-ইকুইটি অনুপাতে ২২১৭.০০ লক্ষ টাকা ১০ বছর মেয়াদে নতুন করে বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়। ১২/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ফোর্স লোন (ব্লক), পিএসসি(ব্লক) ও লিম(ব্লক) বিভিন্ন মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়।
- ৩০/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর্ষদের ১৯৬ তম সভায় ১ম পুনঃতফসিলে গ্রাহককে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের সময় শর্ত দেয়া হয় যে, সুবিধাদি অনুমোদন পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ন্যূনতম ২০০.০০ লক্ষ টাকা সমমূল্যের (তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য বিবেচনায়) সহায়ক জামানত নিতে হবে, যা অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি এবং ষ্টকলটের পণ্য রপ্তানী করে রপ্তানী মূল্য ঋণ হিসাবে জমা না করা সত্ত্বেও ২য় বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত শর্ত পরিপালন না করা হলেও অর্থাৎ ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষা না হলেও গ্রাহক তার সকল সুবিধা ভোগ করছে। প্রধান কার্যালয় হতে এ ব্যাপারে জোরালো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।
- শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ এর পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি/কুশিয়ারা/২২২০ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১০ খ্রিঃ হতে দেখা যায় ৪ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধের জন্য ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিএমআরই এর নিমিত্তে ৬১৭.৩২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণ প্রদানের সময় গ্রাহকের নিকট হতে কোন জামানত গ্রহণ করা হয়নি, এমনকি উক্ত ৪ টি প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের কোন জামানত ছিল কিনা বা দায়ের পরিমাণই বা কত তা না জেনেই ব্যাংক উক্ত দায় গ্রহণ করে। উক্ত দায় গ্রহণের সময় গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ছিল ৮৬,৯৮,০০০ টাকা এবং বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত অনাদায়ী দায় ছিল ৮৯৫.৪২ লক্ষ টাকা যা পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্ত থাকলেও তা পরিশোধ করা হয়নি, কারণ বর্তমানে উক্ত বৈদেশিক বিনিময় মেয়াদোত্তীর্ণ দায় রয়েছে ২২২১.৯৬ লক্ষ টাকা।
- ফলে ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণের স্থিতি ৬৪৯৮.১৪ লক্ষ টাকা (মাত্র চৌষট্টি কোটি আটানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘনের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে প্রধান কার্যালয় হতে পুনঃতফসিল অনুমোদনের মাধ্যমে গ্রাহককে বাড়তি সুবিধা প্রদান করা।

ফলাফল:

- অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে গ্রাহককে পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা হলে ঋণের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় অনাদায়ে ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটি ১৮/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৭৬ তম সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত শর্ত অনুযায়ী ন্যূনতম ২.০০ কোটি টাকা মূল্যের সহায়ক জামানত প্রদান, ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট আদায় এবং

প্রকল্প ও সহায়ক জামানত পুনঃমূল্যায়ণপূর্বক প্রস্তাব পুনঃউপস্থাপনের জন্য মতামত প্রদান করে; যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দীর্ঘ ৩ (তিন) বছর পূর্বের শর্ত অদ্যাবধি গ্রাহক কর্তৃক পরিপালন না করা সত্ত্বেও বারবার সুযোগ প্রদান করা মূলতঃ সময়ক্ষেপণ মাত্র।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে সহায়ক জামানত গ্রহণ, ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট ও ওভারডিউ দায় আদায় করে ঋণটি নিয়মিতকরণ অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৩।

শিরোনাম: ব্যর্থ রপ্তানীকারকের অনুকূলে বারবার ঋণসীমা বর্ধিতকরণসহ নবায়ন সুবিধা প্রদান, জাল/ভূয়া এমেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও পিসি সুবিধা প্রদান, স্টক লট ঘাটতি ও অ্যাকোমোডেশন বিলের বিপরীতে সৃষ্ট ফোর্সড লোন অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৯২২.০৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি এর আওতাধীন খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স আল্লামা ফ্যাশন লিঃ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম.আর.এম. গামেন্টস লিঃ এর নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭ সাল হতে খাতুনগঞ্জ শাখার মাধ্যমে তৈরী পোশাক প্রস্তুতপূর্বক তাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে রপ্তানি ব্যর্থতায় ১১৪.৩৮ লক্ষ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়, ২৬.০৩ লক্ষ টাকা পিসিসি দায় অনিয়মিত এবং ডিসকাউন্ট এর কারণে ১৪.০৫ লক্ষ টাকা এফবিএন দেনা অসমন্বিত থেকে যায়। জেনারেল ম্যানেজারের (জিএম) কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১২/০৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৪২৪১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে উক্ত দেনাসমূহ ০৬/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য করে ত্রৈমাসিক ১২.৮০ লক্ষ টাকা কিস্তিতে ০৪ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল অফিস, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৪১৬২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ০৬/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ২৯০.০০ লক্ষ টাকা ও পিসিসি সীমা ৩০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত মেয়াদের মধ্যেই জিএম অফিস কর্তৃক ১৭/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৬৬৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ৩১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ২৯০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকায় ও পিসিসি সীমা ৩০.০০ লক্ষ হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করা হয়। পুনরায় জিএম অফিস কর্তৃক ২৪/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০৯৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে উক্ত মেয়াদ অপরিবর্তীত রেখে গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৭০০.০০ লক্ষ টাকায় ও পিসিসি সীমা ৫০.০০ লক্ষ হতে ৭০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করা হয়। সর্বশেষে জিএম অফিস কর্তৃক ১০/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ৭০০.০০ লক্ষ টাকা ও পিসিসি সীমা ৭০.০০ লক্ষ টাকা ৩১/০১/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়নের অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার ঋণসীমা বৃদ্ধি ও নবায়ন করা হলেও সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়নি।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই না করে শুধুমাত্র মাস্টার এলসি লিয়েন রেখে এবং পাইপ লাইনে মাস্টার এলসি থাকার কারণ দেখিয়ে সীমা বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত হয়নি। ৩ টি রপ্তানি এলসির (LC no-L080334 Dt.20.05.2010, LC no-L547565 Dt.04.10.2010 & LC no-L547542 Dt.07.03.2011) মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে গ্রাহক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম কর্তৃক ট্রান্সফার করা শিপমেন্ট ও মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কতিপয় এমেন্ডমেন্ট শাখায় দাখিল করলে তার সত্যতা যাচাই না করে শাখা কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও পিসিসি সুবিধা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রমাণিত উক্ত ৩ টি রপ্তানি এলসির ভুয়া/জাল এমেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে স্থাপিত মোট ২,৩৯,৮১৫.৭৭ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ টাকা ১৮৪.০৩ লক্ষ (১ মাঃডঃ = ৭৬.৭৪ টাকা) মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর মধ্যে ১,৮৭,৭৩৩.৮১ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ টাকা ১৪৪.০৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বীকৃত ওভারডিউ বিলের দায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫২০৮১.৯৬ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ টাকা ৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বীকৃত বিলের দায় ওভারডিউ রয়েছে।
- গ্রাহকের হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ মাঃডঃ ৪,২৭,৮৬১.৬৬ এর সমপরিমাণ প্রায় ৩২৮.৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ টি বিলের একসেপ্টেড দায় রয়েছে। উক্ত বিলসমূহের সরবরাহকারী আল্লামা ফ্যাশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রেখা টেক্সটাইল লিমিটেডের বিলসমূহের বিপরীতে প্রকৃত মালামাল সরবরাহ না হয়ে অ্যাকোমোডেশন হয়েছে মর্মে শাখার ২৮/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
- স্টক লট পরিদর্শন প্রতিবেদনে ফোর্সড লোন এবং স্বীকৃত বিল সংক্রান্ত মাঃডঃ ৭,১১,১৫৮.২৩ মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে মাঃডঃ ২,১৪,১৯৮.৯৫ মূল্যের ÷ স্টক লট মালামাল রয়েছে এবং ÷ স্টক লট মালামাল ঘাটতির পরিমাণ মাঃডঃ ৪,৬৭,৬৫৩.৪৮ এর সমপরিমাণ ৩,৫৮,৮৭,৬১৪.৬১ টাকা।

- ফলে ২১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণের স্থিতি ৯২২.০৮ লক্ষ টাকা (মাত্র নয় কোটি বাইশ লক্ষ আট হাজার টাকা)। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- **ব্যবসার প্রথম থেকেই রপ্তানী ব্যর্থতা।**
- **ফোর্সড লোন সৃষ্টি হলেও গ্রাহকের অনুকূলে বারবার ঋণসীমা বর্ধিতকরণসহ নবায়ন সুবিধা প্রদান।**
- **জাল/ভূয়া এমেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ও পিসি সুবিধা প্রদান।**
- **স্টক লট ঘাটতি ও অ্যাকোমোডেশন বিলের বিপরীতে সৃষ্ট ফোর্সড লোন প্রদান।**
- **পিসিসি ও স্বীকৃত বিলের দায় জামানত অপেক্ষা প্রায় ২৩ গুণ বেশি হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।**

ফলাফল:

- গ্রাহকের বিপুল জামানত ঘাটতি (২৩ গুণ কম) রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি এবং পিসিসি সীমা বৃদ্ধি করে ঋণ উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শাখার ৩ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আল্লামা ফ্যাশনের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে এবং এম.আর.এম গার্মেন্টস এর পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ২৮/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও রপ্তানি ব্যর্থতার পরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার ঋণ সীমা বৃদ্ধি ও সহায়ক জামানত ব্যতীত ঋণ নবায়ন অনুমোদনের সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তাছাড়া স্টক লট ঘাটতি ও ভুয়া/জাল এমেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে এলসি স্থাপন করা হলেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা না করার কারণ জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ব্যাংকের আলোচ্য ক্ষতির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জড়িত অর্থ দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৪।

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত ঋণ গ্রহীতাকে বিপুল অংকের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৬৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগ এর আওতাধীন রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নিউজ ষ্টাইল গার্মেন্টস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক তার ব্যবসায়িক ক্ষমতার আওতায় ১৯৯৭ খ্রিঃ সালে ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট ৩০০.০০ লক্ষ এবং পিসি লিমিট ৩০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। ২০০২ সালে উক্ত লিমিট ৫০০.০০ লক্ষ ও ৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের আইটিএফডি/ রপ্তানী/গার্মেন্টস/১৮৭০ তারিখঃ ২৬/১১/২০০৬ খ্রিঃ সালে উক্ত লিমিট তিনগুণ বৃদ্ধি করে ১৫০০.০০ লক্ষ ও ১৫০.০০ লক্ষ টাকা করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং- ০৭ এ বলা হয়েছে যে, স্টক লট/ফোর্সড লোন যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য শাখাকে নিবিড় তদারকি বজায় রাখতে হবে। যা শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিপালনে ব্যর্থ হলেও প্রধান কার্যালয় হতে যথাযথ মনিটরিং করা হয়নি।
- শুরু হতেই গ্রাহকের রপ্তানী ব্যর্থতায় স্টক লট সৃষ্টি এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর দায় ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত স্টক লটের মালামাল পরবর্তীতে রপ্তানী/বিক্রির মাধ্যমে ফোর্সড লোনের দায় পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর সুবিধা প্রদান ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ষ্টক লটের মালামাল ঘাটতি থেকে অনুমান করা যায় গ্রাহক কর্তৃক উক্ত মালামাল বিক্রয় করে ঋণ হিসাবে জমা না দিয়ে ফান্ড অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। উক্ত দায় সম্পর্কিত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলেও প্রধান কার্যালয় হতে শুরুতে এ দায় সমন্বয় বা বৃদ্ধি না করার বিষয়ে জোরালো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত দায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হলেও জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে জামানত ৩০৪.১৯ লক্ষ টাকা হলেও দায়ের পরিমাণ হয়েছে ৬৬৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা।
- বড় অংকের দায়ের বিপরীতে জামানতের পরিমাণ কম থাকায় ঋণ আদায়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- আইটিএফডি/রপ্তানী/গার্মেন্টস/৩৯৮ তারিখঃ ০৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে আরোপিত সাধারণ সুদের ৭৩.৭০% বাবদ ৫৪০.১৬ লক্ষ টাকা ও অনারোপিত সুদের ১০০% বাবদ ২২৪১.৪০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ২৭৮১.৫৭ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করে অবশিষ্ট ৩৫৯০.৯৭ লক্ষ টাকা আদায়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- উক্ত সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানপত্রের "ক" নং শর্ত মোতাবেক উক্ত সুবিধা গ্রাহককে অবহিতকরণের পর হতে ০১ (এক) বছর মোরাটরিয়াম পিরিয়ডসহ ১০ (দশ) বছরের মধ্যে ৩৬ টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। অধিকন্তু শর্ত নং "ঘ" মোতাবেক সর্ব্বোচ্চ ৪ টি কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ অনাদায়ী হলে প্রদত্ত সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত নং "ঙ" মোতাবেক মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনার ১% সমপরিমাণ অর্থের (ডাউন পেমেন্ট বাবদ) অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে যা পরবর্তী ৯ মাসের মধ্যে নগদায়ন করতে হবে।
- উক্ত বিষয়টি গ্রাহককে ১৩/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অবহিত করে শাখা হতে একটি পরিশোধ সূচী করে দেয়া হয় । সূচী অনুযায়ী ২১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ১% ডাউন্ড পেমেন্ট ও ৫ টি কিস্তি বাবদ ৬৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হলেও মাত্র ১২১.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪৫.৬৩ লক্ষ টাকা ৪ টি কিস্তির অধিক। ফলে গ্রাহক উক্ত সুবিধা পাবেন না। উক্ত সুবিধা বাতিল হওয়ায় মওকুফকৃত সুদসহ ঋণের দায় গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
- অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত ঋণের বিপরীতে নামমাত্র জামানত থাকায় গ্রাহককে বিপুল অংকের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৬৫৪.৮৩ লক্ষ (মাত্র ছেষট্টি কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৪" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহক শুরু থেকে ঋণের দায় পরিশোধে অনাগ্রহী হওয়া।
- যথাযথ তদারকী না করা।
- জামানত বৃদ্ধি না করা।

ফলাফল:

পুন:তফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিপুল অংকের সুদ মওকুফ করে গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সুদ মওকুফ সুবিধা ইতোমধ্যে বাতিল হওয়ায় এবং সুদ মওকুফের কিস্তি পরিশোধের লক্ষ্যে প্রদত্ত চেকগুলো তহবিল অপর্যাপ্ত কারণে নগদায়ন করা সম্ভব না হাওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে সিআর মামলা দায়ের বর্তমানে শাখায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও দায় আদায় হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৫।

শিরোনাম: অতিঃমূল্যায়নকৃত একই জামানত বন্ধক দেখিয়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ, জামানত অপেক্ষা ঋণের দায় কয়েকগুণ বৃদ্ধির ফলে বিপুল অংকের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করেও ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১৩৩৫১.৫২ লক্ষ টাকা অনাদায়।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগ এর আওতাধীন রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্লাসিক সাপ্লাইজ লিঃ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স কোমো এ্যাপারেলস লিমিটেড এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ক্লাসিক সাপ্লাইজ লিঃ (ইউনিট-১) ও ক্লাসিক সাপ্লাইজ লিঃ (ইউনিট-২) প্রকল্পগুলো ব্যাংক থেকে অর্থায়িত না হয়েও শাখার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসা শুরুর পর ২০০৫ হতে ২০০৭ সালের মধ্যে রপ্তানী ব্যর্থতায় স্টক লট সৃষ্টি হয় এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। ফোর্সড লোনের দায় ষ্টক লটের মালামাল বিক্রয় এর মাধ্যমে পরিশোধের বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফোর্সড লোনের মালামাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা কারখানা প্রিমিসেস থাকার কথা। কিন্তু তা না থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে জোগসাজোসে উক্ত মালামাল বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা লোনের দায় পরিশোধ না করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি; বরং পুনঃপুন এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- জামানতের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ ৩ টি প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে একই জামানত দেখানো হয়েছে এবং উক্ত জামানতের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অতিমূল্যায়িত করা হয়েছে। যেমন জেলা-ঢাকা, মৌজা-সেনপাড়া পর্বতায় ৭.১৩ কাঠা জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি কাঠার মূল্য দেখানো হয়েছে প্রায় ৬.৭৩ কোটি টাকা। অথচ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদ সমীপে প্রদত্ত স্মারকলিপি হতে দেখা যায় যে, একই বৈদেশিক বাণিজ্যিক কর্পোরেট শাখার গ্রাহক বি, আর এ্যাপারেলস এর একই এলাকার জামানত দেখানো হয়েছে প্রতি শতাংশ ২৬.০০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতি কাঠার মূল্য প্রায় ৩৯.০০ লক্ষ টাকা। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, জমির অতিঃমূল্যায়ন করা হয়েছে।
- উক্ত প্রতিষ্ঠান তিনটির ঋণ হিসাবসমূহ মওকুফ ও পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যে কস্ট অব ফান্ডের ঘাটতি শিথিল বিবেচনায় এবং ব্যাংকের আয় খাত ও প্রধান কার্যালয়ের প্রভিশন হিসাব ডেবিট না করে সুদ রিজার্ভ হিসাবে রক্ষিত আরোপিত সাধারণ সুদের (যথাক্রমে ৮০.৮৫% = ১৪৪৮.০৬ লক্ষ + ৮৪.৩৯% = ১৫৩৪.৮৯ লক্ষ + ৯৪.৬৫% = ২৪৬.৪৬ লক্ষ) = ৩২২৯.৪১ লক্ষ টাকা ও অনারোপিত সুদের ১০০% বাবদ (১৪২৮.৬১ লক্ষ টাকা + ১৩২৫.২৫ লক্ষ টাকা + ২২০.৭৬ লক্ষ টাকা) = ২৯৭৪.৬২ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট (৩২২৯.৪১ লক্ষ + ২৯৭৪.৬২ লক্ষ) = ৬২০৪.০৩ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা (৩২০০.৫৮ লক্ষ + ২৯৪২.৫৯ লক্ষ + ৫০০.১১ লক্ষ) = ৬৬৪৩.২৮ লক্ষ টাকা ০১ (এক) বছর মরাটরিয়াম বাদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ০৯ (নয়) বছরে পরিশোধের সুযোগের অনুমোদন দেয়া হয়।
- অনুমোদনপত্রের শর্ত নং "ঘ" তে বলা হয়েছে ৪ টি কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ অনাদায়ী হলে প্রদত্ত সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শর্ত নং "ঙ" তে বলা হয়েছে মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনার ১% সমপরিমাণ অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসাবে অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে যা পরবর্তী ৯ (নয়) মাসের মধ্যে নগদায়ন করতে হবে। উক্ত শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট ২৯/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট আদায়যোগ্য পাওনা দাঁড়ায় ১৪১৩.৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু গ্রাহকের নিকট হতে আদায় হয়েছে মাত্র ১৬৭.৯০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট (১৪১৩.৭৩ লক্ষ - ১৬৭.৯০ লক্ষ টাকা) ১২৪৫.৮৩ লক্ষ টাকা যা ৪ টি কিস্তির অধিক বিধায় গ্রাহক উক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। গ্রাহক পূর্ব হতেই ঋণের দায় পরিশোধে গড়িমসি করেছে অথচ খেলাপী গ্রাহককে বারবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করা হয়েছে মাত্র।
- নিরীক্ষা চলাকালীন ২১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১৩৩৫১.৫২ লক্ষ (মাত্র একশত তেত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ বাহান্ন হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- বিপুল পরিমাণ দায়ের বিপরীতে নামমাত্র জামানত থাকা এবং গ্রাহক পূর্ব হতেই দায় পরিশোধে আন্তরিক না হওয়া।
- বড় অংকের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও তা কার্যকর না হওয়া।

ফলাফল:

- ঋণের তুলনায় জামানত কম থাকায় এবং সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পরও ব্যাংকের ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সুদ মওকুফ সুবিধা ইতিমধ্যে বাতিল হওয়ায় এবং সুদ মওকুফের কিস্তি পরিশোধের লক্ষ্যে প্রদত্ত চেকগুলো তহবিল অপর্যাপ্ততার কারণে নগদায়ন করা সম্ভব না হাওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে সিআর মামলা দায়ের বর্তমানে শাখায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জামানত সম্পত্তির অতিঃমূল্যায়ন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয় নি। অধিকন্তু খেলাপী গ্রাহককে বারবার সুবিধা প্রদান করে সময়ক্ষেপণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করত: নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৬।

শিরোনাম: বিধি বহির্ভূতভাবে এলসি সীমাতিরিক্ত সৃষ্ট ফোর্সড লোন বারবার পুন:তফসিলীকরণ, ঋণসীমা বৃদ্ধি ও নবায়ন, পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হলেও দায়ের সাথে সংগতি রেখে সহায়ক জামানত বৃদ্ধি না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আইটিএফডি এর আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স বে-কটন এক্সেল নীট লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র ও অবলোপন সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২৪/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে নার/এফই/এসবি/ইমপোর্ট/৪০৭৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট ৩০০.০০ লক্ষ এবং পিএসসি লিমিট ৩০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। রপ্তানি ব্যর্থতায় গ্রাহকের অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ৬৭৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএসসি ৩০.০৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭০৪.০৮ লক্ষ টাকা স্টক লটকৃত মালামাল রপ্তানি করে প্রত্যাবাসিত সম্পূর্ণ রপ্তানি মূল্য ফোসর্ড লোন হিসাবে জমা এবং দায়ের বিপরীতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সহায়ক জামানত গ্রহণের শর্তে ০৬ মাসের মধ্যে পরিশোধের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ১০/০৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিলীকরণসহ গ্রাহকের অনুকূলে পুনরায় এলসি সুবিধার অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- কিন্তু উক্ত শর্ত পরিপালন না হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৯/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ১৫৫৭ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিদ্যমান ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট ৩০০.০০ লক্ষ হতে ৫০০.০০ লক্ষ এবং পিএসসি লিমিট ৩০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকায় ১ বছর মেয়াদে বর্ধিতকরণসহ নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণ মঞ্জুরীকালীন জামানত মূল্য ১৯৬.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৭/০৭/২০০৯খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের মোট দায় ছিল ৯২৮.৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ নেগেটিভ দায় থাকা অবস্থায় জামানত সমৃদ্ধ না করে অতিরিক্ত লিমিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্বে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ৬ মাসের মধ্যে আদায়ে শাখা ব্যর্থ হলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ১৮/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ১৮৫২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে উক্ত দায় ফেব্রুয়ারি/২০১০ হতে কিস্তি আদায়যোগ্য করে পরিশোধের সময়সীমা ৬ মাস হতে ৩ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং শাখা প্রধানের ব্যবসায়িক ক্ষমতায় কেস টু কেস ভিত্তিতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও পিএসসি সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু ০৫/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রে শাখা প্রধানের ক্ষমতার বিষয়টি রহিত করে ০৯/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ১৫৫৭ সংখ্যক মঞ্জুরী পত্র মোতাবেক বর্ধিত সীমার সুবিধা গ্রাহককে প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রতি ক্ষেত্রেই জামানত পর্যাপ্ত করার শর্তারোপ করা হলেও বাস্তবে তা কখনোই পর্যাপ্ত হয়নি। কিন্তু প্রধান কার্যালয় কর্তৃক এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই পুন:পুন: ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলেও ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়নি। ০৮/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের মোট দায় ১৫০৭.৯৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে জামানত ছিল মাত্র ১৯৬.৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ নেগেটিভ দায় ১৩১১.৪৮ লক্ষ টাকা থাকা অবস্থায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৭/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ২৯৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের কিস্তি ফেব্রুয়ারি/২০১০ এর পরিবর্তে ডিসেম্বর/২০১০ হতে আদায়যোগ্য এবং কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা ০৩ বছরের পরিবর্তে ০৫ বছরে বর্ধিত করে পুনঃতফসিল করা হয়েছে।
- গ্রাহককে বর্ণিত সুবিধাসমূহ প্রদান করে শুধু দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু ঋণ আদায় হয়নি। সহায়ক জামানত হিসেবে ২৭.০০ লক্ষ টাকার লিয়েনকৃত এফডিআর নগদায়ন করে ঋণ হিসাবে জমা করা হলেও ১২০.০০ লক্ষ টাকার মেশিনারীজ হাইপোথিকেশন মূলে শাখায় দায়বদ্ধ থাকলেও প্রধান কার্যালয় ও শাখার পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিদর্শনকালে কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র ১৫.০০ শতাংশ বন্ধকীকৃত জমির মূল্য ০.৮৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩০/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের লেজার বকেয়া ১৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৩ তম সভায় শর্তারোপ করে অবলোপন অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ফোর্সড লোন, পিসি ও টিওডি ঋণ বাবদ সমুদয় পাওনা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা।
- শাখার ১৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সিংহভাগ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী মেসার্স বে-ক্রিয়েশন এক্সেল লিঃ এর সহায়ক জামানত হিসেবে সম্পত্তি সোনালী ব্যাংক, সদরঘাট কর্পোরেট শাখায় বন্ধক রেখে আমদানি/রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করা হচ্ছে। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি আলোচ্য দায়ের সাথে ট্যাগ করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া অবলোপনের শর্তানুযায়ী বন্ধক বহির্ভূত মালিকদের ব্যক্তিগত নামীয় সম্পত্তি শাখা কর্তৃক অনুসন্ধান করে আদালতের মাধ্যমে বিদ্যমান মামলায় এ্যাটাচমেন্ট এর অগ্রগতি নথিতে পাওয়া যায় নি।
- ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৩ তম সভায় শর্তারোপ করে গ্রাহকের লেজার বকেয়া ১৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা অবলোপন অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ফোর্সড লোন, পিসি ও টিওডি ঋণ

বাবদ সমুদয় পাওনা আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮৬৯.০০ লক্ষ (মাত্র আঠার কোটি উনসত্তর লক্ষ) টাকা। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৬" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- বিধি বহির্ভূতভাবে এলসি সীমাতিরিক্ত সৃষ্ট ফোর্সড লোন বারবার পুন:তফসিলীকরণ।
- ঋণ সীমা বৃদ্ধি ও নবায়ন, পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি হলেও দায়ের সাথে সংগতি রেখে সহায়ক জামানত বৃদ্ধি না করা।

ফলাফল:

- ঋণের বিপরীতে অপর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ এবং গ্রাহককে পুন:পুন: ঋণ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের বিপুল পরিমান ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেসার্স বে-ক্রিয়েশন এক্সেল লিঃ এর সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি মেসার্স বে-কটন এক্সেল নীট লিঃ এর দায়ের সাথে ট্যাগ করার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং বন্ধক বহির্ভূত মালিকদের ব্যক্তিগত নামীয় সম্পত্তি শাখা কর্তৃক অনুসন্ধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণ সীমা বৃদ্ধি ও সহায়ক জামানত ব্যতীত ঋণ নবায়ন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া বন্ধকীকৃত মেশিনারীজ না পাওয়ার কারণে গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৭।

শিরোনাম: কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি রেখে সুদ মওকুফ, একাধিকবার সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৮৮৯.৪৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর আওতাধীন মিরপুর শিল্প এলাকা শাখা ও স্থানীয় শাখার যৌথ বিনিয়োগকৃত গ্রাহক জেমস ফার্মাসিউটিক্যালস এর প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ১৯৮৩ সালে সর্ব প্রথম ১০.০০ লক্ষ টাকার চলতি মূলধন (সিসি ৫.০০ লক্ষ + প্লেজ ৫.০০ লক্ষ) মঞ্জুরী দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে মিশ্র চলতি মূলধন ঋণসীমা ৪২৫.০০ লক্ষ (সিসি ১০০.০০ লক্ষ + প্লেজ ২২৫.০০ লক্ষ + লিম ১০০.০০ লক্ষ) টাকা বর্ধিত মঞ্জুরী ও নবায়ন দেয়া হয়। বিএমআরই করণের জন্য ১৯৯০ সালে ২৪.৫০ লক্ষ এবং ১৯৯৩ সালে ৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। উক্ত ঋণের যন্ত্রপাতি খাতের ৮৬.৪০ লক্ষ টাকা স্থানীয় কার্যালয় হতে বিতরণ করা হয়। ঋণের বাকী অর্থ গ্রাহক ভোগ করতে পারেনি। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার টপসীট হতে দেখা যায়, গ্রাহকের নামে মিরপুর শিল্প এলাকা শাখা হতে বিতরণকৃত মূল ঋণ-আসল ৭৯৩.৭৭ লক্ষ (সিসি(হাইপোঃ) ৯৯.৯৯ লক্ষ + প্লেজ ২১৩.৫৫ লক্ষ + লিম ৯৩.৮৫ লক্ষ + ব্লককৃত মূল ঋণ ও অন্যান্য খরচ ৩৮৬.৩৮ লক্ষ) টাকা ও স্থানীয় কার্যালয় হতে বিতরণকৃত মূল ঋণ-আসল ১১০.৯০ লক্ষ (১ম বিএমআরই ২৪.৫০ লক্ষ + ২য় বিএমআরই ৮৬.৪০ লক্ষ) টাকা সর্বমোট মূল ঋণ ৯০৪.৬৮ লক্ষ টাকা উভয় শাখার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯৭ সালে গ্রাহক খেলাপী হওয়ায় অনুমোদিত সাধারণ সুদের ৫০% বাবদ ১৬১.৭০ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফযোগ্য ব্লক, মওকুফোত্তর সাধারণ সুদ বাবদ ২১২.৬০ লক্ষ টাকা সুদবিহীন ব্লক ও সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য ৩৮৬.৩৮ লক্ষ টাকা সুদবাহী ব্লক বাবদ মোট ৭৬০.৬৮ লক্ষ (১৬১.৭০ লক্ষ + ২১২.৬০ লক্ষ + ৩৮৬.৩৮ লক্ষ) টাকা ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ব্লক ঋণ সৃষ্টির অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০৩ সালে বিভিন্ন ঋণ হিসাবে ৭৯৩.৭৭ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয় যা গ্রাহক ভোগ করতে পারেনি। ২০০৯ সালে মোট ২৫৮০.০৩ লক্ষ টাকা মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হলে সে সুবিধাও গ্রাহক ভোগ করতে পারেনি। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-২ এর পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি-২/জেমস/১৪৪৬ তারিখঃ ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৬৯.৩৬ লক্ষ টাকা কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি রেখে সর্বমোট ৬১৮৯.৪৯ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। মওকুফোত্তর অবশিষ্ট টাকা ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে উক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু গ্রাহককে উক্ত সুবিধা প্রদান করার পরও গ্রাহক কোন অর্থই জমা প্রদান করেনি।
- গ্রাহকের দায়ের বিপরীতে জামানত রয়েছে-জেলা-ঢাকা, থানা ও সাব রেজিষ্ট্রি অফিস-মিরপুর, মৌজা-সেনপাড়া পর্বতা, জেএল নং-২২০, খতিয়ান নং-৩০২/২, ৩০২/১৭, মিউটেশন খতিয়ান নং-৩০২/৩২ দাগ নং-৩৩, জমির পরিমাণ-১৫ কাঠা ঋণ বিতরণকালীন ১৯৮৩ সালে যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৪৫.০০ লক্ষ অর্থ, ০৭/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এর মূল্য দেখানো হয়েছে ৬৭৫.০০ লক্ষ অর্থ এর তাৎক্ষণিক মূল্য দেখানো হয়েছে ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া দালান ও যন্ত্রপাতি ৫১.২৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৫৯১.২৮ লক্ষ টাকা।
- বৃদ্ধিকৃত ঋণ মঞ্জুরীর সময় গ্রাহকের নিকট হতে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ না করায় জামানত থেকে দায়ের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উক্ত ঋণ মঞ্জুরীর সময় অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ না করার কারণ নিরীক্ষায় স্পষ্ট হয়নি।
- গ্রাহকের নামে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত + অনারোপিত সুদসহ অনাদায়ী রয়েছে ৭৮৮৯.৪৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে জামানত রয়েছে মাত্র ৫৯১.২৮ লক্ষ টাকা। দায়ের বিপরীতে জামানতের পরিমাণ প্রায় ১৩ গুণ কম হওয়াতে গ্রাহককে কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি রেখে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ফলে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের অনাদায়ী স্থিতি ৭৮৮৯.৪৯ লক্ষ (মাত্র আটাত্তর কোটি উননব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৭" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ সীমা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় জামানত না নেওয়া।
- জামানত অপেক্ষা দায়ের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি রেখে সুদ মওকুফ, একাধিকবার সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়া।

ফলাফল:

- জামানতের চেয়ে দায়ের পরিমান বেশী হওয়ায় এবং একাধিক বার ঋণ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ গ্রহীতাকে সুদ মওকুফ সুবিধা ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অবহিত করা হলেও ঋণ গ্রহীতা সুদ মওকুফ সুবিধার আওতায় অদ্যাবধি কোন অর্থ জমা করেনি। মওকুফোত্তর ব্যাংক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা পুনরুজ্জীবিত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক নয়। কারণ ইতোমধ্যেই মওকুফোত্তর পাওনা পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হয়েছে। তথাপিও মামলা পুনরুজ্জীবিত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উক্ত সুবিধা প্রদানে অর্থ আদায় নিশ্চিত হচ্ছে না এবং সময়ক্ষেপন হচ্ছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৮।

শিরোনাম: ভুয়া জমি জামানত হিসাবে গ্রহণ, শাখা হতে জামানতের অতিঃমূল্যায়ন, গ্রাহক কর্তৃক বারবার জালিয়াতি/প্রতারণামূলক কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, সৃষ্ট ফোর্সড পিএডি দায়সহ ৯৫৮.৮৬ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের এর আওতাধীন গুলশান শাখার গ্রাহক মেসার্স লিমরা জেনারেল ট্রেডিং এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ০৩/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে শাখার ক্ষমতাবলে গ্রাহকের নামে সিসি(হাইপোঃ) ১০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। ৩/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রিন্সিপাল অফিস, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা হতে উক্ত সীমা ১৫.০০ লক্ষ অর্থ করে অনুমোদন দেয়াসহ ১৬৫.০০ লক্ষ টাকার প্লেজ ঋণ সীমা মঞ্জুরী দেয়া হয়। ০১/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ টাকা আইএলসি সীমা মঞ্জুরী দেয়া হয় যা গ্রাহক ভোগ করেনি মর্মে ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটি সমীপে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হলেও, পুনঃতফসিলের প্রস্তাব হতে দেখা যায় তখন গ্রাহকের আইএলসি দায় ছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগ এর পত্র নং-প্রকা/সাঋবি/২৯৯ তারিখঃ ০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিসি(হাইপোঃ) নবায়নসহ ২০% মার্জিনে মঞ্জুরীকৃত আইএলসি সীমা ২০০.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটি সমীপে দাখিলকৃত স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়-(১) প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান দায়-দেনার বিষয়ে প্রস্তাবে শাখা হতে কোন মন্তব্য করা হয়নি। (২) প্রস্তাবের সাথে সিআইবি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়নি। (৩) চীন হতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আমদানী করার জন্য এলসি সীমা মঞ্জুরীর প্রয়োজন হলেও ঋণ গ্রহীতা কেন আইএলসি সীমা মঞ্জুরীর আবেদন করেছেন তা শাখা হতে ব্যাখ্যা করা হয়নি বা ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি। (৪) শাখা ও সংশ্লিষ্ট প্রিন্সিপাল অফিস হতে প্রস্তাবের সাথে বন্ধকী সম্পত্তির দলিল/প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি প্রেরণ করা হয়নি। (৫) ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে স্টক লিস্ট দেয়া হয়নি এবং ঋণ গ্রহীতার দাখিলকৃত স্টক লিষ্ট শাখা কর্তৃক সনাক্ত করা হয়নি। প্রাথমিক জামানতের বিষয়ে প্রস্তাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয় ঘাটতি রেখেই প্রধান কার্যালয় হতে আইএলসি সীমা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ফলে শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে পরবর্তী অনিয়মগুলো করার সুযোগ পায়।
- গ্রাহকের আইএলসি সীমা অনুমোদনের পরপরই মাত্র ২/৩ মাসের মধ্যে এলসি সৃষ্টি ও স্বীকৃত বিল প্রদান করা হয়। উক্ত স্বীকৃত বিলের উপর অনিয়ম তুলে ধরে ২০১২ খ্রিঃ সালে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত স্বীকৃত ১৭ টি বিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ফোর্সড পিএডি সৃষ্টি করে বেনিফিশারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পাওনা পরিশোধ করা হয়। ফোর্সড পিএডি প্রস্তাব প্রেরণের সময় জামানত সম্পত্তির মর্গেজকালীন বাজার মূল্য ছিল ১২৪০.৮০ লক্ষ টাকা। ২য় বার মূল্যায়নের সময় বাজার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র ৫০৮.০৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণের জন্য গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত সম্পত্তির কাগজপত্র যাচাই-বাছাই কালে এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জোনাল অফিস, উত্তরা, ঢাকা অফিসের ২৩/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখের ৭৫০০ সংখ্যক পত্র হতে দেখা যায় যে, উত্তরা আবাসিক এলাকার ৬ নং সেক্টরের ১ নং রাস্তার ৫৯ নং প্লটের ৪ কাঠার মালিক জনাব আঃ হান্নান যার সাথে গ্রাহকের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই। বরাদ্দপত্রটি জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে বন্ধকের জন্য দাখিল করা হয়েছে।
- পূর্বে গৃহীত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার জমিটি সম্পর্কে রাজউক, ঢাকার ০২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬৪১ সংখ্যক পত্র হতে দেখা যায় উল্লিখিত প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা এম লিয়াকত হোসেন, উইং কমান্ডার। যার সাথে শাখায় দাখিলকৃত লীজ ডীড এর ব্যক্তি জনাব আবদুল হান্নান এর কোন মিল নেই অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তির কাগজপত্রও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীতে গ্রাহক ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্রের মূল কপি শাখায় দাখিল করা হয়। সেখানেও গ্রাহক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তারিখ বিহীনভাবে তা দাখিল করে। কিন্তু এজন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উক্ত জালিয়াতির কাগজগুলো গ্রাহককে ফেরত দেয়া হয়েছে।

৫—

- ফলে ২২/০১/২০১৪ এবং ৩১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণের অনাদায়ী স্থিতি দাঁড়ায় ৯৫৮.৮৬ লক্ষ (মাত্র নয় কোটি আটান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা আদায় অনিশ্চিত। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮" এ দেয়া হলো)।

অনিয়মের কারণ:

- তথ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় হতে আইএলসি সীমা অনুমোদন করা।
- ভূয়া জমি জামানত হিসাবে গ্রহণ এবং অতি:মূল্যায়ন করা।
- গ্রাহক কর্তৃক বার বার জালিয়াতি/প্রতারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা না নেওয়া।

ফলাফল:

- ভুয়া সম্পত্তি জামানত হিসাবে প্রদান এবং জালিয়াতি/প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণসহ ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ভুয়া সম্পত্তি বন্ধকী প্রদানের জন্য ব্যাংক বিধি মোতাবেক ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্তমান পিএডি দায় পুনঃতফসিল করার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ বিবেচনা না করে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার তৎকালীন এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারসহ ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ ও ব্যাংক বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক পাওনা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক হয়নি। কারণ সময়ক্ষেপণ না করে প্রতারণাকারী গ্রাহকের বিরুদ্ধে আরো পূর্বেই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৯।

শিরোনাম: ভাড়াকৃত প্লেজগুদামে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মালামাল ঘাটতি, দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় হতে উক্ত ঋণ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ/নির্দেশনা প্রদান না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১৬০.৯৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগ এর আওতাধীন খুলনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স দি পাঠান জুট ট্রেডিং লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে সর্বপ্রথম সিসি(মিশ্র) সীমা ৩৫৫.০০ লক্ষ (প্লেজ ২৭৫.০০ লক্ষ + হাইপোঃ ৫.০০ লক্ষ + পিসিসি ৭৫.০০ লক্ষ) টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগের পত্র নং-প্রকা/সাঋবি/সিসি(পাট)/৩৬০৫ তারিখঃ ০৮/০৪/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে সিসি(মিশ্র) সীমা ৯৭৫.০০ লক্ষ (প্লেজ ৮০০.০০ লক্ষ + হাইপো ২৫.০০ লক্ষ + পিসিসি ১৫০.০০ লক্ষ) টাকা ২০১১-১২ মৌসুমের জন্য নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- সর্বশেষ নবায়নপত্রের ক্রমিক (২) এর 'ক' শর্ত হতে দেখা যায় যে, প্লেজঃ চলতি ২০১১-১২ মৌসুমে কাঁচাপাটের কাঁচা ও পাকা বেল গণনাযোগ্য অবস্থায় ঋণগ্রহীতার দেবনগর, দিঘলিয়া, দৌলতপুর, খুলনাস্থ ভাড়াকৃত ৩ টি প্লেজ গুদামজাত করতে হবে। প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকবে। নবায়নপত্রের 'খ' হতে দেখা যায় হাইপোথিকেশন হিসাবে খোলা এবং গাইট (বেল) বাধা কাঁচা পাট ঋণ গ্রহীতার ক্রয় কেন্দ্রে ও বেলিং কেন্দ্রের গুদামে গুদামজাত থাকবে। গুদামসহ পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু খুলনা কর্পোরেট শাখার ২৭/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের ৭ নং ক্রমিক হতে দেখা যায়, গুদামে মালামালের পরিমাণ স্টক রেজিস্টারের তুলনায় কাঁচা বেলে ২০% এরও বেশী এবং পাকা বেলে ৩৭৯ টি বেল ঘাটতি রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গুদামে নির্দেশনা মোতাবেক শাখা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ফলে মালামাল গ্রাহক কর্তৃক বিক্রির মাধ্যমে অথবা ক্রয় না করেই রেজিস্টারে এন্ট্রির মাধ্যমে বেশী দেখিয়ে ঋণের অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক ১৭/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরে আর কোন লেনদেন করা হয়নি এবং জুন/২০১১ প্রান্তিকের সুদ ও অন্যান্য খরচ ১২২.৩৭ লক্ষ টাকা আয়খাতে স্থানান্তর হলেও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক তা পরিশোধ করা হয়নি, তথাপিও খেলাপী গ্রাহককে প্রধান কার্যালয় হতে ০৮/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাব নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত নবায়নের মেয়াদও ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে।
- ফলে ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ১১৬০.৯৭ লক্ষ (মাত্র এগার কোটি ষাট লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- ভাড়াকৃত প্লেজ গুদামে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মালামালে ঘাটতি।
- দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় হতে উক্ত ঋণ আদায়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ/নির্দেশনা প্রদান না করা।

ফলাফল:

- মালামাল ঘাটতি এবং অনেক পূর্বেই ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও দায় আদায়ের কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সংশ্লিষ্ট শাখা ও জিএম অফিস খুলনার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে বিদ্যমান ঋণ সীমা নবায়ন করা হয়। মালামাল ঘাটতির ব্যাপারে আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার প্লেজ গুদাম সংশ্লিষ্ট গুদাম রক্ষককে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। গুদামের মালামাল ইনভেন্টরী কাজে সহযোগিতা করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হলেও তিনি ইনভেন্টরী কাজে এগিয়ে না আসায় সরাসরি মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক হয়নি। কারণ দীর্ঘদিন পূর্বে ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হলে দায় আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে।

- উল্লিখি অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনতিবিলম্বে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়করত: নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১০।

শিরোনাম: সহায়ক জামানত ঘাটতি, সিসি(প্লেজ) হিসাবে ঘাটতির কারণে বকেয়া আদায়ে ব্যর্থ, হওয়ায় ব্যাংকের ৮৬৫.৭৯ লক্ষ টাকা অনাদায়।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের আওতাধীন খুলনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স সবুজ বাংলা (জুট) লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহককে সর্বশেষ ১৮ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৬২ তম সভায় মিশ্র ঋণ সীমা ৭৬৫.০০ লক্ষ (প্লেজ ৬০০.০০ লক্ষ + হাইপোঃ ১৫.০০ লক্ষ + পিসিসি ১৫০.০০ লক্ষ) টাকা ২০১২-২০১৩ মৌসুমের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করে নবায়ন করা হয়। গ্রাহক উক্ত শর্ত পরিপালন করে ঋণ সুবিধা ভোগ করতে পারেনি, ফলে ঋণগুলো শ্রেণীকৃত হয়ে যায়।
- খুলনা কর্পোরেট শাখার পত্র নং- খুল/সাঋবি/সিসি(পাট)/সবুজ বাংলা- ০২/৩৫৭ তারিখঃ ১৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ৩ হতে দেখা যায় গ্রাহককে অনারোপিত সুদসহ ঋণের ৬১১.২৭ লক্ষ টাকা জামানতবিহীন অবস্থায় আছে, যা ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
- উপরোক্ত পত্রটির শিরোনাম হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকের সিসি(প্লেজ) হিসাবে আসল বকেয়া রয়েছে ২৭৬.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যবসা ও বিনিয়োগ কমিটির সমীপে প্রদত্ত স্মারকলিপি হতে দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের ৩১/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৩০৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে প্লেজ গুদামে মজুদ পাট বিক্রয়ের অনুমোদন দেয়া হয়, তবে শর্ত থাকে মালামাল বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে। এর জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা গ্রাহকের নিকট হতে নেয়া হবে বলে শর্ত দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাহক মজুদ মাল বিক্রয় করলেও বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ হিসাবে জমা করা হয়নি। ফলে সিসি(প্লেজ) হিসাবে আসল বকেয়া পড়ে যায়। যার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে কোন দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি বা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও শর্ত থাকে প্লেজ গুদামে কোন ঘাটতি সৃষ্টি হলে তা গ্রাহক নিজস্ব উৎস থেকে পরিশাধ করবেন, কিন্তু গ্রাহক তা করেননি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- পুনঃতফসিলের নীতিমালা উপেক্ষা করে ডাউন পেমেন্ট ঘাটতি রেখে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। যে ডাউন পেমেন্ট অদ্যাবধি আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- ফলে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী ঋণের বকেয়া লেজার স্থিতি দাঁড়ায় ৮৬৫.৭৯ লক্ষ (মাত্র আট কোটি পয়ষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুর।
- সুদমুক্ত ব্লক ঋণ হিসাবের মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ হলেও গ্রাহকের নিকট হতে ১৪ টি কিস্তি আদায় না হওয়া।

ফলাফল:

- সুদমুক্ত সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের সমুদয় বকেয়া অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে বিদ্যমান ঋণ সীমা পুণঃতফসিল/নবায়ন কার্যকর না হওয়ায় এবং ঋণ গ্রহীতার গুদামে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ায় তাদের ব্যবসা বন্ধ থাকায় সুদমুক্ত ব্লক ঋণের কিস্তি আদায় করা সম্ভব হয়নি। ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত এফডিআর সুদসহ নগদায়ন করে এবং বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণের সমুদয় বকেয়া আদায় করা সম্ভব হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক হয়নি। কারণ সহায়ক জামানত ঘাটতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি। অনুমোদনক্রমে প্লেজ মালামাল বিক্রীর অর্থ ব্যাংকে ঋণ হিসাবে জমা না করার বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত এফডিআর সুদসহ নগদায়ন এবং বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১১।

শিরোনাম: ব্যাংকের সহযোগিতায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান একে অপরের ওপর আইএলসি(ক্যাশ ডেফার্ড) স্থাপন করে স্বীকৃত বিলের বিপরীতে জামানতবিহীন সৃষ্ট পিএডি দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ এর আইএলসি (ক্যাশ ডেফার্ড) নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহক মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে কোন প্রকার আইএলসি সীমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরী না থাকলেও এবং সহায়ক জামানত হিসেবে কোন সম্পত্তি মর্গেজ না নিয়েই শাখার এজিএম কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ১৭/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৭৪.২৬ লক্ষ টাকা ও ৭৫.৭৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫% মার্জিনে ২ টি আইএলসি(ক্যাশ ডেফার্ড) নং যথাক্রমে ০৩৬৪৯৯০০২১ ও ০৩৬৪১২৯৯০২২ স্থাপন করা হয়।
- উক্ত আইএলসি ২ টির বেনিফিসিয়ারী শাখা গ্রাহক রোজবার্গ অটো রাইস মিলস লিঃ হলেও ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা, ঢাকা হতে ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ ও রোজবার্গ অটো রাইস মিলস লিঃ উভয়ের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা-বাড়ি নং- ৪১/বি, রোড নং-৪/এ (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। সুতরাং সহযোগী প্রতিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্যাংকারের সহযোগিতায় অনিয়মের মাধ্যমে একে অপরের ওপর আইএলসি(ক্যাশ ডেফার্ড) স্থাপন করা হয়েছে।
- ঋণপত্রের কপি যাচাই করে দেখা যায় যে, গ্রাহকের ৪১৬.৬০ মেট্রিক টন ও ৪২৫ মেট্রিক টন রাইস ব্রান আমদানির লক্ষ্যে রোজবার্গ অটো রাইস মিলস লিঃ এর ১৬/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২ টি প্রোফর্মা ইনভয়েস এর ভিত্তিতে ১৭/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শাখা কর্তৃক ২ টি আইএলসি(ক্যাশ ডেফার্ড) স্থাপন, ১৮/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক শিপিং ডকুমেন্টস অ্যাকসেপ্ট্যান্স এর জন্য শাখায় উপস্থাপন করা হলে ১৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শাখা হতে ২ টি ডকুমেন্টসে অ্যাকসেপ্ট্যান্স প্রদান করা হয় কিন্তু গ্রাহক মালামাল বুঝে পেলেও ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেনি।
- ২৩/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২ টি অ্যাকসেপ্ট্যান্স বিল মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহকের নিকট হতে শাখা কর্তৃক অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে মালামাল সরবরাহ/প্রাপ্তির বিষয়ে পরিদর্শনপূর্বক নিশ্চিত না হয়ে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ০৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের হিসাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করে ২ টি মেয়াদোত্তীর্ণ অ্যাকসেপ্ট্যান্স বিলের মূল্য ন্যাশনাল ব্যাংককে পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পিএডি দায় বাবদ অনাদায়ী স্থিতি দাঁড়ায় ১৩৯.৩৩ লক্ষ (মাত্র এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- শাখার আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক মূলতঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ফলে এক প্রতিষ্ঠানের আমদানি দেখিয়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ডকুমেন্টস তৈরী করে কেবল মাত্র Paper Work এর ভিত্তিতে ব্যাংকারের সহযোগিতায় অ্যাকোমোডেশন বিলের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ প্রদান করেছে।

ফলাফল:

- ঋণের বিপরীতে জামানত না থাকায় পিএডি দায় আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রধান কার্যালয় একই বিল্ডিং এ হলেও ব্যবসার ধরণ ও মালিকানার ভিন্নতা রয়েছে বিধায় একটি প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য না হওয়ায় একটি অন্যটির ওপর স্থাপিত আইএলসি অ্যাকোমোডেশন হিসাবে বিবেচিত নয়।
- পিএডি দায় আবরিত করে গ্রাহক ১৯/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ১৩৬.৩৮ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে ১১/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এন.আই.এ্যাক্টের আওতায় সিএমএম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- অনিয়মতান্ত্রিক কাজের জন্য শাখার তৎকালীন এজিএম ও এসইওকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা,টেলিফোন নং(৮৬২৩৩২২, ৮৬২০৩৯৯), ফ্যাক্স নম্বর(৮৮-০২-৮৬২৩৩২০) এবং e-mail:roseburg3@gmail.com একই বিধায় একটি প্রতিষ্ঠান অন্য

প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য না করার কোন সুযোগ নেই। উক্ত ঋণের বিপরীতে জামানত না থাকায় তা আদায় অনিশ্চিত।

- উল্লিখিত অরিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জড়িতদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সমুদয় পাওনা অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১২।

শিরোনাম: প্লেজকৃত মালামালের ওপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং গ্রাহক কর্তৃক নবায়নের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৬২৯.২০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ খ্রিঃ সালের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সাধারণ ঋণ বিভাগের আওতাধীন খুলনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স রোজ এন্ড প্রমি জুট লিঃ দৌলতপুর, খুলনা এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের নামে সর্বপ্রথম ২০০৭-২০০৮ সালে ২০.০০ লক্ষ টাকা সিসি(হাইপোঃ) ৩০/০৪/২০০৮ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ২০০৮-২০০৯ মৌসুমে উক্ত সীমা ৭০.০০ লক্ষ {প্লেজ-৫০.০০ + ২০.০০ লক্ষ} টাকায় এবং ২০০৯-২০১০ মৌসুমে ১৪০.০০ লক্ষ {প্লেজ-১০০.০০ লক্ষ + সিসি(হাইপোঃ) ২০.০০ লক্ষ + পিসিসি-২০.০০ লক্ষ} টাকায় বর্ধিতকরণসহ নবায়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে একই মৌসুমে ২য় বার প্লেজ ঋণ সীমা আরো ১০০.০০ লক্ষ অর্থ বর্ধিত করে সামগ্রীক ঋণ সীমা ২৪০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০-২০১১ মৌসুমে প্রধান কার্যালয় থেকে উক্ত ঋণ সীমা ৪৪০.০০ লক্ষ {প্লেজ ৪০০.০০ লক্ষ + সিসি(হাইপোঃ) ২০.০০ লক্ষ + পিসিসি-২০.০০ লক্ষ} টাকায় বর্ধিতকরণসহ নবায়ন করা হয়। উক্ত ঋণ সীমা ২০১১-২০১২ মৌসুমে মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, খুলনা হতে নবায়ন করা হয়। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগের পত্র নং-প্রকা/সাঋবি/৯৯৭(১) তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত সীমাটি ২০১২-২০১৩ মৌসুমের জন্য নবায়ন দেয়া হয়।
- মহাব্যবস্থাপক কার্যালয়ের পত্র নং- জিএমওকে/পরিদর্শন/খুলনা কর্পোঃ/অগ্রিম-৮০৭/২৯০০ তারিখঃ ২২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, মজুদ মালামালে ৫৫-৬০% ঘাটতি আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাখা কর্তৃপক্ষের প্লেজ গুদামের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে গ্রাহক কর্তৃক মালামাল বিক্রী অথবা মালামাল ক্রয়করে গুদামে প্লেজজাত না করেই শুধুমাত্র কাগজে কলমে প্লেজ দেখানো হয়েছে এবং উক্ত মালামালের অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে।
- মহাব্যবস্থাপক কার্যালয়ের ০৮/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের গুদাম সম্পর্কিত শাখা প্রত্যয়ন পত্র হতে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ২০১২-২০১৩ মৌসুমে ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে খুলনার দেবনগর, দিঘলীয়ায় অবস্থিত মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স, প্রোঃ তানিয়া রহমান এর নিকট হতে ২ টি গুদাম ভাড়া করা হয়। গুদামের সার্বিক অবস্থা ভাল, গুদামের মেঝে, চারিদিকের বেড়া/দেওয়াল, ছাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং নিরাপদ জায়গায় অবস্থিত। অথচ ২২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর পত্র হতে দেখা যায় যে, প্লেজ গুদামটি মালামাল মজুদের উপযোগী নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবশিষ্ট মালামালও নিরাপদ নয়।
- ভাড়াকৃত গুদামে প্লেজকৃত মালামালের উপর প্রতি বছর দ্বিগুণের বেশী প্লেজ ঋণ বৃদ্ধি করে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে গুদাম ভাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। ভাড়াকৃত গুদাম সঠিকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন না করে দায়সারাভাবে গ্রাহকের পক্ষে অর্থাৎ গুদামের গুণগত মান ভাল না হলেও ভালো দেখিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে; যা জিএম অফিসের ২২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে প্রমাণিত।
- গ্রাহকের ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে, সিসি(হাইপোঃ) ঋণ হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ মৌসুমে কোন লেনদেনই করা হয় নি এবং প্লেজ ঋণ হিসাবটিতে নবায়নের সময় নামমাত্র পেমেন্ট করা হয়েছে। গ্রাহকের নামে উক্ত দুটি হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও তা সমন্বয় না করে দুটি মৌসুমেই গ্রাহককে নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। ব্যাংক বিধি মোতাবেক ও সিসি(হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে নবায়ন প্রদান করার সময় সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- সর্বশেষ নবায়নের সময় শর্ত দেয়া হয় যে, সিসি(প্লেজ) ঋণ হিসাবের অগ্রিম মূল্যের উর্ধ্বে অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ/সমন্বয় এবং অন্যান্য হিসাবসমূহের অনিয়মিত/সীমাতিরিক্ত বকেয়া পরিশোধ/সমন্বয় করার পর নবায়ন কার্যকর হবে।
- ফলে ২৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকের অনাদায়ী স্থিতি দাঁড়ায় ৬২৯.২০ লক্ষ (মাত্র ছয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ১২" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।
- প্লেজকৃত মালামালের উপর শাখার নিয়ন্ত্রণ না থাকা।
- গ্রাহক কর্তৃক নবায়ন সুবিধা গ্রহণ না করা।

ফলাফল:

- গ্রাহক কর্তৃক নবায়ন মঞ্জুরীর শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে ঋণ গ্রহীতা গুদাম ঘাটতি ক্রমান্বয়ে পূরণের অঙ্গীকার করেন। ঘাটতির জন্য ঋণ গ্রহীতার গুদামে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট গুদাম রক্ষককে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করার জন্য চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রায় প্রতিটি নবায়নের ক্ষেত্রে প্লেজ লিমিট দ্বিগুণ বা এর বেশী বৃদ্ধি করা হলেও এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হয়নি। ভাড়াকৃত প্লেজ গুদাম সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অর্থ অতি দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

৬—

অনুঃ ১৩।

শিরোনাম: গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট ফোর্সড লোনের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতায় অনাদায়ী ২৯৩.৩২ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, লালদিঘী কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০১৩ খ্রিঃ সালের হিসাব ১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও নথি, ঋণ মঞ্জুরী নথি ও রেজিস্টার, বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স বিউমন্ড গামেন্টস লিঃ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানী এলসি নং-ডিসিএমএন ২০৮৭৯১ তারিখ ২২/০৯/২০০০ খ্রিঃ এর মূল্য মাঃ ডঃ ৩৯,০০০ ইস্যু করে প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা কর্তৃক বেনিফিসিয়ারী মেসার্স প্রিটেক্স এ্যাপারেলস এন্ড ক্লথ লিঃ কে এডভাইস করা হয়।
- পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত রপ্তানী এলসির মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ মূল্য বৃদ্ধি বেনিফিসিয়ারী মেসার্স প্রিটেক্স এ্যাপারেলস্ এন্ড ক্লথ লিঃ এর অনুরোধে অত্র শাখার গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিউমন্ড গামেন্টস লিঃ এর নামে প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা কর্তৃক ১৩ নং সংশোধনীর মাধ্যমে ২৪/০৬/২০০১ খ্রিঃ তারিখে মাঃ ডঃ ৪,৪৫,০০০ ও ১৬ নং সংশোধনীর মাধ্যমে ০৪/০৭/২০০১ খ্রিঃ তারিখে ৫,৭৫,০২৫ মাঃ ডঃ সর্বমোট ১০,২০,০২৫ মাঃ ডঃ হস্তান্তর করা হয়েছে।
- শাখার গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানী এলসি লিয়েন রেখে এর বিপরীতে গামেন্টস শিল্পের পোশাক রপ্তানীর জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করতঃ ফেব্রিক্স/এক্সেসরীজ আমদানী করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ঋণ বিভাগের সর্বশেষ পত্র নং আইটি-২/গামেন্টস সেল/২৬৩ তারিখঃ ২১/০১/২০০১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যাক টু ব্যাক ঋণ সীমা এবং ৬০.০০ লক্ষ টাকার পিসিসি ঋণ সীমা ৩১/০১/২০০২ খ্রিঃ মেয়াদে বিউমন্ড গামেন্টস লিঃ এর নামে ১ বৎসর মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- শাখা কর্তৃক ১০,২০,৫১৫ মাঃ ডঃ মূল্যের রপ্তানী এলসি এর বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে ৭,৬৫,০২২ মাঃ ডঃ মূল্যের ফেব্রিক্স/এক্সেসরীজ আমদানী করা হয়।
- ক্রেতা কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ মালামাল উৎপাদন এর কারণে রপ্তানী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রপ্তানী ব্যর্থতায় পরবর্তীতে শাখা কর্তৃক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে বৈদেশিক দায়/ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- গ্রাহক ফোর্সড লোনের অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় প্রধান কার্যালয় ২২/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং- ৭৯৩ এর মাধ্যমে ৩য় বার পুনঃফসিল করা হয়েছে। পুনঃফসিল করার পরও গ্রাহক ১৬ টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণের ২৯৩.৩২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী; যা ব্যাংকের ক্ষতি (মাত্র দুই কোটি তিরানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ দেয়া হলো)।**।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে মূল ট্রান্সফার এলসি এর বিপরীতে অত্র শাখা কর্তৃক কনফারমেশন নেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে নথিতে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি এবং আমদানী ও রপ্তানীকারকের কোন ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- মূল এলসির যথার্থতা যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলে অনিয়মিতভাবে বৈদেশিক ঋণের অর্থ পরিশোধ করা।
- গ্রাহকের পোষাক রপ্তানীর সক্ষমতা যাচাই না করে এবং অনিয়মিত ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যাক টু ব্যাক এল সি'র বিপরীতে রপ্তানী প্রচেষ্টা ও রপ্তানী ব্যর্থতা।
- ঋণ পুন:তফসিল সুবিধা গ্রাহক কর্তৃক কার্যকর না করা।

ফলাফল:

- পুন:তফসিল করা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের সমুদয় ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ফোর্সড লোন পরিশোধের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২০১৮ সাল পর্যন্ত মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে যায়। ব্যাংকের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নহে। অনিয়মিতভাবে ত্রুটিপূর্ণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানী প্রচেষ্টা নেওয়ায় ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত ও বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ০২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ফোর্সড লোন পরিশোধের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ না করায়

ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে যায়। ব্যাংকের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ জড়িত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৪।

শিরোনাম: ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানী ব্যর্থতা, ফোর্সড লোনের অর্থ সমন্বয় না করা, যথাসময়ে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে ডিমান্ড লোনের মেয়াদোর্ত্তীণ ৬১৯.০৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ে ক্ষতি।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালদীঘি কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০১৩ সালের হিসাব ১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি যাচাই করে দেখা যায় যে,

- মেসার্স ক্রীসলান সুয়েটার লিমিটেড, ১০৭/১০৮, খান কমপ্লেক্স, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রামকে নিজ নামীয় ও তৃতীয় পক্ষীয় রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মালামালের মূল্য পরিশোধের জন্য ডিমান্ড লোন এবং শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ ও রপ্তানী ব্যয় মিটানোর জন্য পিসি লোন প্রদান করা হয়।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৩ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ০৪/০৪/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ৪১৪ সংখ্যক পত্রমূলে ১৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আমদানী রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১১/০৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের ৭২ সংখ্যক পত্রমূলে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ও ৩০.০০ লক্ষ টাকা পিসিসি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প ঋণ বিভাগের আওতায় ২৪/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের ১৯১৩ সংখ্যক পত্রমূলে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সীমা ৫০০.০০ লক্ষ টাকায় (চুক্তিপত্রের বিপরীতে ১০০.০০ লক্ষ টাকাসহ) ও পিসিসি ঋণ সীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের ০৭/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ১০১৯ সংখ্যক পত্রমূলে বিটিবি ঋণসীমা ৬০০.০০ লক্ষ (চুক্তিপত্রের বিপরীতে ১০০.০০ লক্ষ টাকাসহ) এবং পিসিসি ৮০.০০ লক্ষ টাকায় নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- আমদানী রপ্তানী ব্যবসা নিয়মিত চলার পর ২১/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে কারখানায় ব্যাপক অগ্নিকান্ডের ফলে কারখানার উৎপাদন বন্ধসহ ব্যাংকের দায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে।
- শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১৭/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি-২/ক্রিসলানসোয়েটার/২৩২ এর মাধ্যমে ২৬ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে মেয়াদোর্ত্তীণ ৩২ টি স্বীকৃত বিলের মূল্য মাঃ ডঃ ৭,৫১,৫৫৩.৭৯ পরিশোধের জন্য ৫৩৬.৯৯ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টির ৬ (ছয়) মাস মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এবং বিদ্যমান ও প্রচলিত শর্তাদিসহ অনুমোদন দেয়া হয়। মঞ্জুরী পত্রের (১) নং শর্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনোয়ার সাহাদাত নামীয় ৫৮.৮৫ শতক জমি বন্ধক ০৪ নং শর্ত মোতাবেক সৃষ্টিতব্য ডিমান্ড লোনের বকেয়া অনুমোদনের তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রপ্তানী আয় হতে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রাহকের ২৬ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে মেয়াদোর্ত্তীর্ণ ৩২ টি স্বীকৃত বিল মূল্য মাঃ ডঃ ৭,৫১,৫৫৩.৭৯ পরিশোধের জন্য ৫৩৬.৯৯ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করা হয়।
- কারখানায় ২১/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্নিকান্ডজনিত কারণে গ্রাহকের অনাদায়ী ৩২ টি রপ্তানী বিলের বিপরীতে ২২/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৫৩০.১০ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। তন্মধ্যে ০২ টি রপ্তানী বিল থেকে ২১.৬৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। অনাদায়ী ৫৩২.৭১ লক্ষ টাকার মধ্যে ডাউন পেমেন্ট পরবর্তী অনাদায়ী দাড়ায় ৪৭৯.৪৪ লক্ষ টাকা।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার পত্র নং- ১৪৩৭, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-জিএমও/চট্ট/আইটিএফডি, তারিখঃ ১৪/১১/১৩ খিঃ এর মাধ্যমে ১০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ সীমা ৬০০.০০ লক্ষ টাকা পিসি সীমা ৬০.০০ লক্ষ টাকায় নবায়ন করা হয়। তা সত্ত্বেও গ্রাহকের রপ্তানী ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের দায় পরিশোধ করা হয়নি।
- ৪৭৯.৪৪ লক্ষ টাকা সৃষ্ট ফোর্সড লোন এর দায় অপরিশোধিত থাকায় শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর পত্র নং-৩০৯৬, তারিখঃ ০৮/০৮/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পরবর্তীতে ফোর্সড লোন বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৫৬৮.৩৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। ৫৬৮.৩৭ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ২৮১.৫২ লক্ষ (সুদ ১৭৯.৬০ লক্ষ টাকা + আসল ১০১.৯২ লক্ষ টাকা) টাকা সুদ ও আসল আদায় করা হয়। আসল অনাদায়ী থেকে যায় ৪৬৬.৪৫ লক্ষ (৫৬৮.৩৭ লক্ষ - ১০১.৯২ লক্ষ) টাকা।
- বর্তমানে পুনঃতফসিল কার্যকর হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ফোর্সড লোন বাবদ অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ৪৬৬.৪৫ লক্ষ টাকা, যা রপ্তানী ব্যর্থতা ও কারখানা বন্ধ থাকায় আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- অপরদিকে রপ্তানী এলসি নং-ILCS13190 এর বিপরীতে অপ্রত্যাবাসিত মূল্য প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ০৪/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩/০১/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ৮৫,৩৬,১১৭ টাকা এবং এলসি নং-N-10095312 এর বিপরীতে

১০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০১/০১/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ৬৭.২৭ লক্ষ টাকা নেগোসিয়েশনের ভিত্তিতে এফবিপিএন লোন মঞ্জুর করা হয়। উক্ত অর্থ অনাদায়ী থেকে যায়। যার উপর অদ্যাবধি কোনরূপ সুদ চার্জ করা হয় নি।

- যথাসময়ে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় এবং ২৬ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানী ব্যর্থতা, কিছু কিছু রপ্তানী সম্পন্ন হলেও ফোর্সড লোনের অর্থ সমন্বয় না করা এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে ডিমান্ড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণসহ ৬১৯.০৮ লক্ষ টাকা (মাত্র ছয় কোটি উনিশ লক্ষ আট হাজার) ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়েছে এবং আদায়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- ২৬ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানী ব্যর্থতা, কিছু কিছু রপ্তানী সম্পন্ন হলেও ফোর্সড লোনের অর্থ সমন্বয় না করা, যথাসময়ে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া।
- অধিকন্তু কারখানা ভবন, মেশিনারীজ, উৎপাদিত উপকরণসমূহ এবং উৎপাদিত মালামালসমূহ বীমাকৃত থাকা এবং বীমা কেস নিস্পত্তির বিষয়ে জবাবে কোন তথ্য প্রদান করা হয় নি।

ফলাফল:

- ফোর্সড লোনের অর্থ সমন্বয় না করায় ব্যাংক ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ২০০৬ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কারণে সকল যন্ত্রপাতি এবং কাচাঁমাল আগুনে পুড়ে যায় এবং ফোসর্ড লোন সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিশ্বগ্রাসী বাণিজ্যিক মন্দার কারণে অর্ডার বাতিল হওয়ায় পুনরায় ফোসর্ড লোন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আবারও বিদেশী ক্রেতা মালামালের গুণগত ত্রুটির কারণে ডকুমেন্টস ফেরত আসায় এফবিপিএন দায় সৃষ্টি হয়। গ্রাহক ডিসেম্বর/১৪ এর মধ্যে সমুদয় ব্যাংক পাওনা পরিশোধ করার অঙ্গিকারনামা দিয়েছেন। ব্যাংক পাওনা সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষে সত্বর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।
- ০৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। জবাব নিস্পত্তিযোগ্য না হওয়ায় ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, ব্যাংক পাওনা আদায়ের নিমিত্তে গ্রাহকের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা দায়ের করে নিবীড় তদারকীর মাধ্যমে মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য প্রধান কার্যালয় কর্তৃক শাখাকে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি ১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়। উপরোক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে অত্র কার্যালয় হতে ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে উল্লেখিত গ্রাহক কর্তৃক অঙ্গিকারনামা মোতাবেক সমুদয় ব্যাংক পাওনা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৫।

শিরোনাম: মিশ্র ঋণ সীমা বর্ধিত করার পরও ডাউন পেমেন্ট ঘাটতি ৩০১.৭২ লক্ষ টাকাসহ মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ৩৩৭৪.২৩ লক্ষ টাকা; যা শ্রেণীকৃত বিএল ঋণে পরিণত।

বিবরণ:

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৩ সালের হিসাব ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে হিমায়িত মৎস্য খাতের ঋণ গ্রহীতা মেসার্স এশিয়ান সী ফুডস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি, ডিপি রেজিস্টার, ব্যাংকের ঋণ হিসাব বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মঞ্জুরী পত্র নং প্রকা/এপিএফডি/এশিয়ান সীফুডস/বর্ধিত/১৩৫৭ তারিখঃ ২৯/১২/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মিশ্র ঋণ সীমা ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ৩১/০৭/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত। লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও পত্র নং খুল/ঋবি/কৃপ্রঅবি/এশিয়ান- ০৪/৬৪৩ তারিখঃ ১৫/১০/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়। (১) সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ, প্লেজ ও হাইপো হিসাবে অতিরিক্ত দায় আদায়। (২) ঋণের অনাদায়ী কিস্তি তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ এবং (৩) প্লেজ গুদামে ২৭০ দিনের উর্দ্ধে কোন মাছ নেই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। কিন্তু ১৮/১০/২০১৩ খ্রিঃ ও ২২/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন রিপোর্ট অনযায়ী ১১৬০০ মাষ্টার কার্টুন মাছ শিপমেন্ট করা হলেও নিম্নমান হওয়ায় তা ফেরৎ আসে। প্লেজকৃত হিমাগারে মঞ্জুরী পত্রের শর্ত বর্হিভূতভাবে ২৭০ দিনের বেশী সময়ের ২১,২৬০ মাষ্টার কার্টুন চিংড়ি মাছ রক্ষিত রয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২৮৪.৯৫ লক্ষ টাকা। সিসি (প্লেজ) হিসাবে ৩০১.৭২ লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট ঘাটতিসহ অনাদায়ী ১৩১৬.৮৯ লক্ষ টাকা ও সিসি(হাইপোঃ) হিসাবে কোন মাছ মজুদ না থাকা সত্ত্বেও অনাদায়ী দায় স্থিতি ৪০১.৪৯ লক্ষ টাকা।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড খুলনা কর্পোরেট শাখার ২৯/১২/২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৯২৪.০০ লক্ষ টাকা (বিএমআরই) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা হয়, যার মেয়াদ ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। এক বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১১ বছর মেয়াদে ৪০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৪০.৫০ লক্ষ টাকা সুদসহ পরিশোধযোগ্য। প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং প্রকা/এপিএফডি/এশিয়ান সী ফুড/বোর্ড/১১২ তারিখ: ২৫/০১/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি ঋণসীমার ১২৫০ লক্ষ টাকার ৩০% বাবদ ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা পৃথকীকরণপূর্বক ১ বছর মরেটরিয়ামসহ পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদবাহী ব্লক ঋণ মঞ্জুরী করা হয়, যার সুদের হার (৮%+সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৩%)=১১%। মেয়াদী ঋণের কিস্তি ২২ মাসের অধিক সময় অনাদায়ী থাকায় বিএল ঋণে পরিণত হয়েছে।
- মেসার্স এশিয়ান সী ফুডস লিমিটেড এর অনুকূলে মিশ্র ঋণ সীমা বর্ধিত করার পরও **ডাউন পেমেন্ট** ঘাটতি ৩০১.৭২ লক্ষ (মাত্র তিন কোটি এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকাসহ প্রকল্প ঋণ, ব্লক ঋণ, সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ৩৩৭৪.২৩ লক্ষ (মাত্র তেত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা; যা শ্রেণীকৃত বিএল ঋণে পরিণত হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫" এ দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ:

- বার বার ঋণ সীমা বর্ধিতকরণ।
- নিম্ন মানের মাছ রপ্তানি হওয়ায় ফেরত আসা।
- জামানতবিহীন অতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান।
- ঋণ তফসিল অনুযায়ী ঋণ আদায় না করা।

ফলাফল:

- বার বার বিভিন্ন ঋণ সীমা বর্ধিতকরণসহ জামানতবিহীন অতিরিক্ত দায় বিদ্যমান অবস্থায় নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করায় এবং কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতার বকেয়া দায় সীমার মধ্যে আনার জন্য এবং নিয়মিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- মেসার্স এশিয়ান সী ফুডস লিমিটেড এ অনুকূলে বারবার বিভিন্ন ঋণ সীমা বর্ধিতকরণসহ জামানতবিহীন দায় বিদ্যমান অবস্থায় নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করায় প্রদত্ত সিসি (প্লেজ) ও (হাইপোঃ) ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী এবং মেয়াদী ঋণ খাতে প্রকল্প ঋণ ও ব্লক ঋণে মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী থাকায় ঋণগুলো শ্রেণী বিন্যাসিত মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনতিবিলম্বে সমুদয় ঋণের অর্থ গ্রাহক অথবা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের আর্থিক বিবরণীর ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

বিবরণ: সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)- কে যথাক্রমে ১০/১২/২০১৩ খ্রিঃ ও ৩১/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ ও ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৩ সালের ও ২০১৪ সালের আর্থিক বিবরণী যথাক্রমে ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ ও ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অনুচ্ছেদ: ০১

শিরোনাম: প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-১** এ দেখানো হল। বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ব্যাংকের লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ টি এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ব্যাংকের লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭টি। তাছাড়া ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৪৫% এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৪৩%। আমানত বৃদ্ধির সাথে সাথে অলাভজনক শাখাগুলোকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০২

শিরোনাম: প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রসঙ্গে।

মন্তব্য: সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের Profit and Loss Account পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট- ২** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ে দেখা যায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট আয় হ্রাস পেয়েছে ২.৮৮%, পক্ষান্তরে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে মোট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৫২%। কিন্তু ২০১২ সালে কর পরবর্তী ২৪৯৫.৯২ কোটি টাকা ক্ষতি হলেও ২০১৩ সালে লাভ হয়েছে ৩৫৮.০২ কোটি টাকা এবং ২০১৪ সালে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৫.৪৬ কোটি টাকা হয়েছে যা ২০১৩ সালের তুলনায় ৬৯.১১% বেশী। লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক বিবরণী প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ১০-১২-২০১৩ খ্রিঃ ও ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৭) অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট- ৩** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৯.১৮% এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১.৭২% হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১৭.৬৩% এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১৬.৭০% হ্রাস পেয়েছে। অপর দিকে নিম্নমানের ঋণ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৬৬.০৮% হ্রাস পেলেও এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ৯.৭৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে সন্দেহজনক ঋণ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৫৫.৪৩% হ্রাস পেলেও এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১৫৪.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কু/মন্দ ঋণ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৫.৯৭% ও ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ২৬.৪০% হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মোট শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আদায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৫১১.২৭% বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১২.৯৫% হ্রাস পেয়েছে। নিম্নমানের ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা এবং সঠিক তদারকির মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪

শিরোনামঃ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট অনাদায়ী টাকা প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ১০-১২-২০১৩ খ্রিঃ ও ৩১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-৪) এ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট যথাক্রমে ১৭৭৬.০৩ কোটি ও ৩৯৮৩.৮৪ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত অর্থ অনাদায়ী থাকার কারণ ব্যাখ্যাসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানের প্রোপার্টি এন্ড এ্যাসেট প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ ২০১৩ সালের আর্থিক বিবরণীর প্রোপার্টি এন্ড এ্যাসেট হিসেবে বিনিয়োগ (নোট- ৬) এ খাতে ২৭,২২৫,৬২,৬৪,৫৩১/- টাকা দেখানো হলেও ২০১৪ সালের আর্থিক বিবরণীর প্রোপার্টি এন্ড এ্যাসেট হিসেবে বিনিয়োগ (নোট –৬) এ খাতে ২৭,২২৫,৬২,৬৪,৫৩১/- টাকার স্থলে ২৭,০৪১,১১,৮৪,২৬০/- টাকা দেখানো হয়েছে; ফলে পার্থক্য ১৮৪,৫০,৮০,২৭১.০০ টাকা । উক্ত কম দেখানো টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। একই হিসাবে টাকা কম দেখানোর কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬

শিরোনামঃ প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরসমূহের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে।

মন্তব্যঃ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরসমূহের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের বিবরণী **পরিশিষ্ট- ৪** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ে দেখা যায় যে ১৯৭৮ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৬৬৪ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৯৩ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে এবং অমীমাংসিত রয়েছে ৩৭১ টি। জড়িত টাকার পরিমাণ ১০,৫৮২,০৯,৪৭,৫৫৯/-। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদসমূহ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ: প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)

মহাপরিচালক

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৮০৩কম/এ—৮০০বই, ২০১৮ইং।

৭—